ভোরের কাগজ

১৬

তারিখ ... ...FEB. 1 3 2000
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

নকলের সুযোগ না পেয়ে আনন্দমোহন কলেজে ভাঙচুর
শিক্ষক লাঞ্ছনা, আহত ১৫

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি : আনন্দমোহন কলেজের অনার্স পার্ট-৩ পরীক্ষায় অংশ নেওয়া কতিপয় পরীক্ষার্থী নকলের সুযোগ না পেয়ে গতকাল শনিবার দুপুরে কলেজ ছাপিয়ে শহরময় ব্যাপক ভাঙচুর চালিয়েছে। তারা শিক্ষকদের কাছ থেকে উত্তরপত্র ছিনিয়ে নিয়ে তা ছিঁড়ে ফেলে। এসব ঘটনায় একজন শিক্ষকসহ কমপক্ষে ১৫ জন ছাত্রছাত্রী আহত হয়েছে। শিক্ষকসহ চারজনকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় বিকালের অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষা ভণ্ডুল হয়ে যায়।

গতকাল সকালে অনার্স পার্ট-৩-এর ৬ষ্ঠ পত্রের পরীক্ষার সময় কতিপয় পরীক্ষার্থী নকল

● এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

আনন্দমোহন কলেজে ভাঙচুর

● প্রথম পাতার পর

করার চেষ্টা চালায়। এ সময় হলে কর্তব্যরত শিক্ষকরা নকলের সুযোগ না দিলে তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। পরীক্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খল পরীক্ষার্থীরা হইহুল্লোর শুরু করে। এক পর্যায়ে শিক্ষকদের কাছ থেকে বেশকটি উত্তরপত্র ছিনিয়ে নিয়ে তা ছিঁড়ে ফেলে এবং অধ্যক্ষের কার্যালয়সহ কলেজের প্রায় সকল বিভাগে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর করে। এ সময় ব্যবস্থাপনা বিভাগের ফৌজিয়া দিনা নামে একজন শিক্ষিকাসহ কমপক্ষে ১৫ জন ছাত্রী আহত হয়। আহতদের মধ্যে শিক্ষিকা ফৌজিয়া দিনা ছাড়াও ছাত্র মোশাররফ হোসেন কাজল (২৫) ও আব্বাস (২২)সহ চারজনকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

উচ্ছৃঙ্খল পরীক্ষার্থীরা ঘটনার সময় কলেজের শিক্ষকদের আটক রাখে এবং বিক্ষোভ মিছিল করে শহর প্রদক্ষিণকালে দোকানপাট ও যানবাহন ভাঙচুর করে। সংবাদ পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে ৩ ঘন্টা পর আটক শিক্ষকদের উদ্ধার করে। এই অবস্থায় শিক্ষকদের পক্ষে বিকালে অনুষ্ঠিতব্য অনার্স পার্ট-৩-এর অপর পত্রের পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব হয়নি। পরীক্ষার্থীদের হামলার মুখে অসহায় শিক্ষকরা জীবনের নিরাপত্তার জন্য একযোগে সকলে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে এসে হাজির হন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শিক্ষকরা জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারকে নিয়ে বৈঠকে বসেছেন। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত আলোচনা চলছিল।

এদিকে বিক্ষুব্ধ পরীক্ষার্থীরা জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে। তারা স্মারকলিপিতে কলেজের শিক্ষকদের বর্বরোচিত আচরণের কারণে তারা পরীক্ষা বর্জনে বাধ্য হয়েছে বলে অভিযোগ করে। তারা এর প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল, প্রতীক অনশন, অবস্থান ধর্মঘটসহ অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ অচল করে দেওয়ার কর্মসূচি ঘোষণা করেছে।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আনন্দমোহন কলেজে অংশ নেওয়া ১ হাজার ৫০০ জন পরীক্ষার্থীর অভিভাবকরা চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে পড়েছেন।